উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস, এ, বি, এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
মনিরুল ইসলাম শরীফ
সম্পাদনা সহযোগী
• শেখ এ, সাহিদ • শা, সা, • এহসানুল ইসলাম
• বাদল হক • আবদুল হক • আসিফ মাহমুদ
• এইচ এস ফিরোজ • লরিন • ফারুক আহমেদ
• সমর মিত্র • মাসুদুর রহমান • জহির হোসেন
• গীনা ইনাম • রেহানা আখতার • রেহানা বানম
• এ মল্লিক রাজ • জহিরুল করিম
বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেনিন - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান - পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ - জাপান
আবুল কাশেম মিয়া - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা - সিংগাপুর
এন, এম, জামাল - সুইডেন
ইমরুল কায়েস - ফ্রান্স
মোঃ হাফিজুর রহমান - হল্যাণ্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ - মধ্যপ্রাচ্য
শিল্প নির্দেশনা ঃ আহসান হাবীব
প্রচ্ছদ ঃ সিস্টেম
ক্যামেরা ঃ ইয়াসীন বাবুল
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬
মুদ্রণে ঃ ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
• নাজনীন সামাদ
• সালমা ফেরদৌস বীবি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক ঃ
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০৬৪৮৫, ৮৬৬৭৪৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৬৭৪৬
দাম প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
জুন ১৯৯৩

উৎপাদক ও বেকার জনগোষ্ঠীর প্রতি উপেক্ষার বাজেট

সদ্যঘোষিত নতুন সরকারী বাজেট নিয়ে দৃশ্যমান কোন উত্তেজনা না থাকলেও সামাজিক বেদনার কারণগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আসন্ন দিনগুলিতে। দেশকে খাদ্যশস্যে পূর্ণ করার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ ও কোটি কোটি শ্রমবর্ষের ঘাম ঢেলে বিশাল পল্লী সমাজ যখন তলিয়ে যাচ্ছে হতাশা ও বেদনার বানপ্লাবনে তখন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান এডমণ্ড বার্কের বাণী উদ্ধৃত করে আশ্রয় নিয়েছেন শহুরে বণিক ও বিদেশী পণ্য বিপননের আলোকোজ্জ্বল মার্কেটে। বিনিয়োগের জন্য নয়— রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে সরকার লালনের ঝুড়ি নিয়ে। উৎপাদক জনশ্রেণীর প্রতি এই উপেক্ষা আমাদের জাতীয় লজ্জা ও বিবেক শূন্যতার নজীর হয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসে স্থান পাবে। উচ্চ প্রযুক্তির পত্রিকা হয়েও কমপিউটার জগৎ এই সামাজিক বেদনার কথা উচ্চারণ করছে একারণে, কমপিউটার জগতেও তাঁর বাজেট কোন বড় রকমের অগ্রযাত্রার— কর্মসংস্থানের বিরাট সম্ভাবনার দিগন্তে অভিসারী না হয়ে রিবন ও ডিস্কেটের পাইকারী ও খুচরা বিপননে নিবদ্ধ করেছে দৃষ্টিপাত।

এ বাজেট তাই জাতীয় বাজেটের শিরোপা লাভের অযোগ্য একটি সরকারী রাজস্বমনস্ক বাজেট হিসাবে বণিক চরিত্র ও বণিক স্বার্থমুখী।

জনগণের হাতে কমপিউটার চাই – এই ধ্বনি নিয়ে বিগত দুইবৎসর যাবৎ বিরাট তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্মেষের জন্য সংগ্রাম করে চলেছি আমরা। রিবন ও ডিস্কেটের চাহিদা তাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু এদুটি নগণ্য বস্তুতে শুষ্ক রেয়াত কোনভাবেই সেই স্বপ্নের জমিন বা ক্ষেত্র স্পর্শ করে না। আমরা চেয়েছিলাম উৎপাদন ক্ষেত্র, অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন ছেলে ভুলানো নগন্য সান্ত্বনা।

প্রায় এককোটি শিক্ষিত বেকারের দেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিলীয়মান পাট ও অন্যান্য শিল্পের স্থলে তথ্য প্রযুক্তির শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে ওঠা প্রচেষ্টার প্রতি কোন আগ্রহ এ সরকারের নেই, নতুন বাজেটেও অর্থমন্ত্রী তা জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, কর্মসংস্থানের জন্য নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির সাহসের বদলে সরকারের শাসনকাল নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করার অর্থসংগ্রহের তাগিদ সরকারের কাছে বড়। কৃষক সমাজের মত বেকার জনগোষ্ঠীর প্রতি বাজেটের এ উপেক্ষা যে ফলাফল ও অস্থিরতা ডেকে আনবে, অর্থমন্ত্রী তা মোকাবেলায় আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা দাবী করেছেন। সুতরাং বুঝে শুনে শক্তভাবেই অর্থমন্ত্রী পক্ষ নিয়েছেন বনিকের। উৎপাদনের সমস্যা ও বেকারত্বের সমস্যাকে এড়িয়ে সরকার যে রাজনৈতিক দায়িত্বহীন মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তার নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়, সর্বোতোমুখী প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারের এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারলে কৃষক সমাজের মত কোটি কোটি বেকারকেও অতলান্তিক হতাশার সাগরে তলিয়ে যেতে হবে।

কমপিউটার প্রযুক্তি ও কমপিউটার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে দেশে বসে বিদেশী গ্রাহকদের কাজ করার উপযুক্ত কর্মসংগঠন গড়ে তুলে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর লাখ লাখ লোককে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে সম্মানজনক জীবিকার সুযোগ গড়ে দেবার জন্য নয়া বাজেটে উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থমন্ত্রী নতুন কিছু সুযোগ ও ইনসেনটিভ ঘোষণা করলে এবং এ লক্ষ্যে আলোচনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে অবকাঠামো প্রসারের আশ্বাস দিলে সমাজের মধ্যে যে আশাবাদের সঞ্চার হতো, তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে আনতো প্রশান্তি। কিন্তু সে পথে না গিয়ে অর্থমন্ত্রী নিজেই সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অশান্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন এ বাজেটে। আগামী দিনে তাই এই বিক্ষোভ ও হতাশাকে দলগত, সরকারী ও রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে দমন করে, অর্থমন্ত্রী দেশকে তাঁর ভাষায় 'গরজহীন কৃপার স্বেচ্ছাচারের' দিকে ঠেলে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, এ বাজেট আসলে কার, জাতির, সরকারের না অর্থমন্ত্রীর ঋণদাতা বন্ধুদের।

অসংগঠিত থাকার কারণে কৃষক সমাজকে যে দুর্ভাগ্য বরণ করতে হলো, অসংগঠিত কমপিউটারবিদ ও বেকার জনগোষ্ঠীকে আজ সেই পরিনামের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সরকার স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে সভ্যতা ও শিল্পায়নের লক্ষ্যে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করবে না, প্রেসার লবি ও সাহায্যদাতাদের প্ররোচনায় সরকার ভেসে যাবে এদিক সেদিকে। এর মধ্যে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ডাটা এন্ট্রি ও আইটি শিল্প গড়ে তোলার জন্য সরকারের ভিতর বাইরের ভবিষ্যৎদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষদের সম্মিলিতভাবে লক্ষ্যনিষ্ট প্রয়াসে ব্রতী হতে হবে। আমরা সরকারের শুভবুদ্ধি এবং সচেতন মানুষদের সেই সম্মিলিত প্রয়াসে বাজেট ও পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের স্থান দাবী করছি।

লেখক সম্পাদক ঃ রেজাউল করিম • আবদুল হালিম • গোলাম নবী জুয়েল